অস্থি মজ্জা প্রতিস্থাপনে ধারাবাহিক সাফল্য আনছে সরোজ গুপ্ত ক্যান্সার সেন্টার

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা : সম্প্রতি কলকাতা প্রেস ক্লাবে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে কলকাতার ঠাকুরপুকুরে অবস্থিত সরোজ গুপ্ত ক্যান্সার সেন্টার অ্যান্ড রিসার্চ ইনস্টিটিউট ঘোষণা করল যে তারা ২০১৩ সাল থেকে শুরু করে বর্তমানে ২০২১ সাল অবধি ৭৫টি রোগীর দেহে অস্থি মজ্জা প্রতিস্থাপন করে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করেছে। এদিনের এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন সরোজ গুপ্ত ক্যান্সার সেন্টার অ্যান্ড রিসার্চ ইনস্টিটিউট সম্পাদক অঞ্জন গুপ্ত, অধিকর্তা বিশিষ্ট চিকিৎসক ডঃ অর্ণব গুপ্ত, অস্থি মজ্জা প্রতিস্থাপন বিভাগের অধিকর্তা ডক্ট পার্থ প্রতিম গুপ্ত সহ সেরে ওঠা বেশ কয়েকজন রোগী। কথা প্রসঙ্গে জানা যায় যে কোভিড-১৯ মহামারীর দ্বিতীয় তরঙ্গ চলাকালীন ৩ মাসের মধ্যে প্রায় ১১জন রোগীর দেহে অস্থি মজ্জা প্রতিস্থাপন করে এই বিভাগটি একটি উদাহরণ তৈরি করেছে। যে সমস্ত রোগী হজকিন্স লিম্ফোমা, মাইলোমা বা নন হজকিন্স লিম্ফোমার মত ক্যান্সারে আক্রান্ত এবং উচ্চমাত্রায় যাদের কেমোথেরাপি চিকিৎসা নিতে হয় তাদের ক্ষেত্রে এই অস্থি মজ্জা প্রতিস্থাপন করা হয়। বিএমটি-র অধিকর্তা ডাঃ পার্থ প্রতিম গুপ্তের মতে অস্থি মজ্জা প্রতিস্থাপন এখন একটি বিশ্বব্যাপী চিকিৎসার মাধ্যমে যার দ্বারা বিভিন্ন ম্যালিগ্ন্যান্ট এবং নন-ম্যালিগ্ন্যান্ট হেমাটোলজিক অবস্থার এবং রোগের চিকিৎসার জন্য ব্যবহৃত হয়। এটি দুই প্রকারের হয়ে থাকে যেমন প্রথমটি অটোলোগাস বিএমটি, যেখানে রোগীর নিজস্ব স্টেম সেল অস্থি মজ্জার কার্যকারিতা পুনরুদ্ধার করার জন্য সংযোজিত হয় এবং দ্বিতীয়টি অ্যালোজেনিক বিএমটি, যাথানে স্টেম সেল এইচএলএ সদৃশ সুস্থ দাতার কাছ থেকে পাওয়া যায় এবং তা রোগীর দেহে সংযোজিত হয়। সংস্থর সম্পাদক অঞ্জন গুপ্ত বলেন যে, এই হাসপাতাল পূর্ব ভারতের প্রথম কয়েকটি ক্যান্সার কেন্দ্রের মধ্যে একটি যা প্রতিবেশী রাজ্য এবং দেশ গুলিকে অস্থি মজ্জা প্রতিস্থাপনের সুবিধা প্রদান করে। সংস্থার অধিকর্তা ডাঃ অর্ণব গুপ্ত বলেন যে, তাঁর সবচেয়ে আত্মতুষ্টির বিষয় যে এই ৭৫টি রোগীই রোগমুক্ত হয়েছেন, যাঁরা প্রথম অবস্থায় কেমোথেরাপি চিকিৎসায় সুফল লাভ করেননি। এই প্রতিষ্ঠান ডাঃ সরোজ গুপ্তের মতাদর্শন অনুসরণে রোগীদের সামর্থ অনুযায়ী সমস্যাগুলি সহানুভূতির সাথে সমাধান করে। সরোজ গুপ্ত ক্যান্সার হাসপাতাল একটি অলাভজনক ক্যান্সার চিকিৎসা কেন্দ্র, যেখানে অস্থি মজ্জা প্রতিস্থাপন অত্যন্ত ন্যায্য মূল্যে করা হয় এবং যা অন্যান্য সংস্থর তুলনায় অনেক কম।